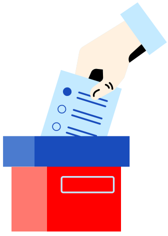

সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat
বাংলা

ই-পেপার

৮ আগস্ট ২০২৫ | শুক্রবার

w w w . t h e d h a k a c h a t . c o m

# সুষ্ঠু নির্বাচনই এখন প্রধান কাজ: প্রধান উপদেষ্টা

**প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় বুধবার নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়ে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির রমজানের আগেই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে বলেছে।**

**ডেস্ক রিপোর্টঃ** একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করাই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কাজ বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনূস। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের শুরুতে তিনি এমন মন্তব্য করেন, খবর ইএনবি নিউজ।

বৈঠক শেষে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, 'সভার শুরুতেই প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন যে ৫ আগস্ট আমার প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে। আজ থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে। এখন আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা।'

আগামী নির্বাচন ছাড়াও প্রধান উপদেষ্টা আরও দুটি চলমান বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন—সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া এবং চলমান বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। শফিকুল আলম বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. আলী রীয়াজ শিগগিরই এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সংস্কার কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য জানাবেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম চলমান বিচারসংক্রান্ত অগ্রগতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে থাকবেন।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের বিষয়ে প্রেস সচিব বলেন, সরকার পুলিশ সদর দপ্তরকে স্বচ্ছভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং নিয়মিত পরিসংখ্যানসহ হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করতে বলেছে।

'পুলিশ সদর দপ্তরের প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে—এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না,' সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন প্রেস সচিব।

তিনি আরও বলেন, পুলিশ সদর দপ্তর পুরোপুরি স্বচ্ছভাবে কাজ করছে এবং তারা প্রতি মাসে অপরাধ পরিসংখ্যান প্রকাশ করছে। আমি আপনাদের অনুরোধ করব জুলাই মাসের পরিসংখ্যান দেখে নিতে।

'প্রশাসন ভেঙে পড়েছে—এমন দাবিও ঠিক নয়, বরং প্রশাসন সচল না থাকলে বিগত মাসগুলোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সম্ভব হতো না।'

প্রধান উপদেষ্টা তার মঙ্গলবারের টেলিভিশন ভাষণে বলেন, জুলাই ও আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারপ্রক্রিয়া দৃঢ় গতিতে এগোচ্ছে। বিচার কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুনানি পর্বও শুরু হয়েছে।

ছবি: সংগৃহীত

ইতিহাসের ভয়াবহ গণহত্যায় জড়িতদের এ দেশের মাটিতেই বিচারের মুখোমুখি করা হবে। তিনি বলেন, বিচারপ্রক্রিয়া ও এর ফলাফল ধাপে ধাপে জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে। প্রধান উপদেষ্টা উল্লেখ করেন, ন্যায়বিচারের পুরো প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ এবং জনগণের চোখের সামনে দৃশ্যমান রাখা হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় বুধবার নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়ে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির রমজানের আগেই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে বলেছে।

এই চিঠির মাধ্যমে নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সরকারের অনুরোধের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের কাছে পাঠানো চিঠিতে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশিত মানের এই পদক্ষেপটি এসেছে অধ্যাপক ইউনূসের ৫ আগস্ট 'গণঅভ্যুত্থান দিবসে' জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণের পরদিন। ওই ভাষণে তিনি বলেন, সরকার নির্বাচন কমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন আয়োজনের অনুরোধ জানাবে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন আয়োজনের যাবতীয় প্রস্তুতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অবিলম্বে শুরু করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এমন একটি নির্বাচন আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন, যা বিগত ১৫ বছরে ভোট দিতে না পারা নাগরিকদের জন্য একটি আনন্দময় ও উৎসবমুখর দিন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি নির্বাচন কমিশনকে আশ্বাস দেন, সরকার নির্বাচনের প্রত্যাশিত 'সুষ্ঠু, অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর' আয়োজনের জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে।

'অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর' জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানান।

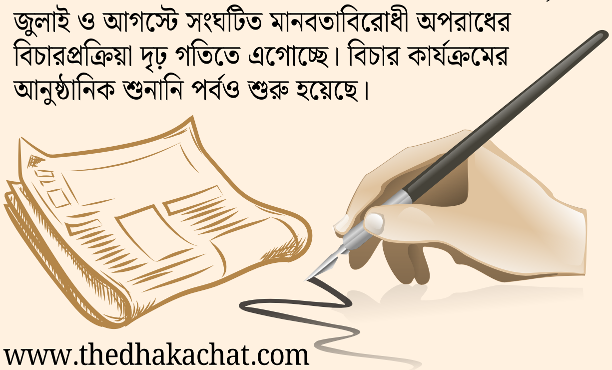

The DhakaChat
বাংলা

# রক্তাক্ত সড়ক: দুর্ঘটনা কি নিয়তির পরিণতি, নাকি নীতিনির্ধারকদের অবহেলা?

*—আতিয়া ইবনাত রিফাহ্*

প্রতিদিন হাজারো মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আর নিরাপদে ফেরে না। অসংখ্য প্রাণ হারিয়ে যাচ্ছে সড়কে, আর আমরা প্রতিবারই শুধুমাত্র অশ্রু ঝরিয়ে থেমে যাই। পরিকল্পনার ঘাটতি, আইনের শিথিলতা ও নৈতিকতার অবক্ষয়—সব মিলিয়ে এই ট্র্যাজেডি যেন পরিণত হয়েছে এক স্থায়ী রক্তনদীতে।

বাংলাদেশের সড়কগুলো প্রতিদিনই যেন হয়ে ওঠে এক রক্তাক্ত উপাখ্যান। প্রতিটি সকাল যেমন নতুন সূর্য নিয়ে আসে, তেমনি নিয়ে আসে নতুন নতুন মৃত্যুর সংবাদ। গণপরিবহনের বেহাল দশা, অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহনের দৌরাত্ম্য, দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং আইনের প্রয়োগহীনতা—এই সব একসঙ্গে মিলে গড়ে তুলেছে এক নিরব সন্ত্রাস। এটি এখন আর কেবল দুর্ঘটনায় সীমাবদ্ধ নেই, বরং এক নীরব মহামারিতে রূপ নিয়েছে, যা কেবল মানবিক বিপর্যয়ই নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে প্রতিনিয়ত দুর্বল করে দিচ্ছে।

**প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিল**
নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এবং বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসেই দেশে ৩৭০০টিরও বেশি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ৪০০০ মানুষ। এই সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ বেশি। নিহতদের মধ্যে ৩৫ শতাংশই ছিলেন মোটরসাইকেল আরোহী এবং ২২ শতাংশ ছিল ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী তরুণ। পরিসংখ্যান বলছে সংখ্যার কথা, কিন্তু বাস্তবতা হলো—এ সংখ্যা প্রতিটিই একেকটি পরিবারকে চিরতরে শোকাহত করেছে, কেড়ে নিয়েছে কারও সন্তান, কারও স্বামী, কারও একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষকে।

**দুর্ঘটনার পেছনের দায় কার?**
চালকদের অদক্ষতা ও লাইসেন্স প্রদানের অনিয়ম রয়েছে এই সমস্যার কেন্দ্রে। প্রতি বছর প্রায় ৩০ হাজার চালক ঘুষ দিয়ে লাইসেন্স সংগ্রহ করে, এমন তথ্য উঠে এসেছে বিভিন্ন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে। তারা সড়কে নেমে যানবাহন চালাচ্ছেন বিনা প্রশিক্ষণে, আর সাধারণ মানুষ দুঃসহ ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

অপরদিকে সড়কে চলছে অনুমোদনহীন ও ফিটনেসবিহীন যানবাহনের অবাধ চলাচল। বর্তমানে অনুমোদনহীন প্রায় সাত লক্ষ ইজিবাইক চলছে দেশের বিভিন্ন রাস্তায়। একই সঙ্গে চার লক্ষেরও বেশি গাড়ির নেই ফিটনেস, অথচ তারা দিব্যি যাত্রী বহন করে চলেছে—বিশেষ করে মফস্বল ও গ্রামীণ এলাকায়।

এর পাশাপাশি রয়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার সীমাহীন দুর্বলতা। ঢাকার অধিকাংশ সিগনাল এখনো ম্যানুয়ালি নিয়ন্ত্রিত, যা প্রযুক্তির এই যুগে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। ২০২৪ সালে চালু হওয়া ‘স্মার্ট ট্রাফিক’ পাইলট প্রকল্প এখনও বিস্তৃত হয়নি, ফলে যানজট ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটছে না।

**ঈদ এলে বাড়ে লাশের সারি**
প্রতিটি ঈদ যেন হয়ে ওঠে একেকটি মৃত্যুযাত্রা। ২০২৫ সালের ঈদুল আজহায় মাত্র ছয় দিনের ব্যবধানে ঘটেছে ১৩৬টি দুর্ঘটনা, যেখানে প্রাণ হারিয়েছেন ১৪৪ জন। যাত্রীদের অতিরিক্ত চাপ, চালকদের বিশ্রামহীন ডিউটি, পরিবহনের ঘাটতি এবং নিয়ন্ত্রণহীন ট্রাফিক পরিস্থিতি এই সময়ে দুর্ঘটনার হার দ্বিগুণ করে তোলে। মৃতদের প্রায় ২১ শতাংশই ছিল মোটরসাইকেল আরোহী, যা দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে বিপদে ফেলছে মারাত্মকভাবে।

**একটি দুর্ঘটনা মানেই একটি পরিবার ধ্বংস**
সড়ক দুর্ঘটনা মানেই কেবল মৃত্যু নয়—এটি একেকটি পরিবারের অর্থনৈতিক ও মানসিক ধস। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সড়ক দুর্ঘটনার কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রায় ৫৮ হাজার কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যা জাতীয় বাজেটের প্রায় ৭ শতাংশ। একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু পরিবারের জন্য এক দীর্ঘমেয়াদী দুর্ভোগের নামান্তর।

**যুবসমাজের সম্ভাবনা থেমে যাচ্ছে সড়কে**
২০২৫ সালের মে মাসে সিলেটের তামাবিল রোডে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিন সদস্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারান বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া দুই শিক্ষার্থী। এমন ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও ঘটছে। এভাবে একটি জাতির ভবিষ্যৎ, সম্ভাবনা ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে চিরতরে।

**আন্দোলনের প্রতিধ্বনি, কিন্তু বাস্তবায়নে ভাটা**
২০১৮ সালের ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল সড়কের নৈরাজ্য কতটা ভয়াবহ। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ পাশ হওয়ার পর কিছুটা আশার আলো দেখা গেলেও বাস্তবায়নে এসেছে স্থবিরতা। আইনটির প্রায় ৭০ শতাংশ ধারা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। ফিটনেসবিহীন গাড়ি বন্ধ, চালকদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক, ওভারটেকিং নিয়ন্ত্রণ—এসব বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও তা কেবল কাগজেই সীমাবদ্ধ।

**নীতিনির্ধারকদের ঘুম ভাঙবে কবে?**
সরকার মাঝেমধ্যে উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক করে, কিছু প্রতিশ্রুতি দেয়, গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়—কিন্তু মাঠে কার্যকর পরিবর্তনের ঘাটতি থেকেই যায়। অনেক চালক ও পরিবহন মালিক রাজনৈতিক সুরক্ষায় থেকে যান, ফলে দায়বদ্ধতা তো দূরের কথা, তারা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যার ঘাটতি, আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ একে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে।

**কী হতে পারে এই মৃত্যু মিছিল বন্ধের উপায়?**
এই সংকট থেকে উত্তরণে প্রয়োজন একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল। সর্বাগ্রে চালকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ এবং লাইসেন্স যাচাই প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি ফিটনেসবিহীন ও অনুমোদনহীন যানবাহনের চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে, এবং সেখান থেকে রাজনৈতিক ছত্রছায়া দূর করতে হবে কঠোরভাবে।

স্মার্ট ট্রাফিক ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ ও মোবাইল কোর্টের নিয়মিত অভিযান আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। যত্রতত্র ওভারটেকিং ও স্পিডিংয়ের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক জরিমানা এবং চালকের রেকর্ডে যুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শিশু ও তরুণদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে সড়ক নিরাপত্তা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। একইসাথে গণমাধ্যমে নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো উচিত—কেবল দুর্ঘটনার খবর প্রচার নয়, বিশ্লেষণভিত্তিক রিপোর্টিং করতে হবে, যাতে মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পারে।

সড়ক দুর্ঘটনা বাংলাদেশের জন্য এখন আর কোনো বিচ্ছিন্ন ট্র্যাজেডি নয়, এটি হয়ে উঠেছে নিষ্ঠুর দৈনন্দিনতা। প্রতিদিন যারা রাস্তায় প্রাণ হারাচ্ছেন, তারা কেবল একেকটি নাম বা সংখ্যা নয়—তারা আমাদের সমাজেরই অংশ, আমাদেরই প্রিয়জন।

প্রশাসনের উদাসীনতা, আমাদের নীরবতা, এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা একত্রে এই রক্তাক্ত অবস্থার জন্য দায়ী। এখনই সময়—প্রতিবাদের চেয়ে কার্যকর পরিবর্তনের দিকে যাওয়ার, কারণ প্রতিদিনের এই মর্মান্তিক মৃত্যু-মিছিল থামাতে না পারলে কাল আমাদের মধ্যেই কেউ একজন হবে সেই ‘পরবর্তী শোকবার্তা’।

এনসিপির শোকজ

# নোটিশের জবাবে কক্সবাজার ভ্রমণের কারণ জানালেন হাসনাত

**ডেস্ক রিপোর্টঃ** জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় পাঁচ নেতার জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে কক্সবাজার ভ্রমণ ও পিটার হাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা গুঞ্জন ওঠে। দিবসটি উদযাপন ও জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠের দিনে তাদের অনুপস্থিতি অনেকটা আগুনে ঘি ঢালার মতো। এ বিষয়ে দল থেকে তাদের শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী এর জবাব দিয়েছেন। এবার দিলেন মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণ) হাসনাত আবদুল্লাহ,খবর দেশ টিভি। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) নিজের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে ওই শোকজের জবাব দিয়েছেন তিনি।

শোকজের জবাবে তিনি লিখেছেন, ‘আপনার স্বাক্ষরিত ৬ আগস্ট কারণ দর্শানোর নোটিশটি আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছি এবং এনসিপির প্রতি আমার অঙ্গীকার ও দায়বোধ থেকেই আমি এই ব্যাখ্যা লিখছি।’
তিনি লেখেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানে মানুষ জীবন দিয়েছিল নতুন বাংলাদেশের জন্য। এমন একটি রাষ্ট্র গঠনের আশায়, যেখানে কোনো স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না এবং প্রতিটি নাগরিক মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারবেন। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যেই এই সরকার গঠিত হয়েছিল। সরকারের উচিত ছিল এমন একটি ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা, যা সেই মানুষগুলোর আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করবে।’

ঘোষণাপত্রের খসড়া নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘এই ঘোষণাপত্র প্রণয়নের সময় সেই মানুষদের কথা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে, যারা অভ্যুত্থানের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন। শহিদ পরিবার, আহত এবং নেতৃত্বদানকারীদের অনেকেই মতামত প্রদানের সুযোগ পাননি, এমনকি অন্তর্ভুক্তির ন্যূনতম সম্মানটুকুও পাননি।’

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘ঘোষণাপত্রের চূড়ান্ত খসড়ায় এমন কিছু উপাদান দেখি, যা অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন, ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে সংবিধান সংস্কারের জন্য জনগণ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের উপর দায়িত্ব অর্পণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে। এই দাবিটি অসত্য এবং সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন আনার পথে একটি বড় অন্তরায়। আমরা শুরু থেকেই দাবি করে আসছি, গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে, যা রাষ্ট্রের কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন আনবে এবং ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটাবে।’

তিনি দাবি করেন, ৪ আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি জানতে পারেন আন্দোলনের আহত এবং নেতৃত্বদানকারীদের অনেককেই ঐ দিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তিনি বলেন, ‘এটা শুধু রাজনৈতিক নয়, নৈতিক ব্যর্থতা বলেই মনে হয়েছে। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে এই অনুষ্ঠানে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিই।’

‘এর পরদিন ঢাকার বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই’, জানান হাসনাত আবদুল্লাহ। বলেন, ‘উদ্দেশ্য ছিল এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো বোঝার চেষ্টা এবং পরবর্তী করণীয় নিয়ে চিন্তা করা। একইসঙ্গে এটি ছিলো একটা অসম্পূর্ণ জুলাই ঘোষণাপত্রের প্রতি আমার নীরব প্রতিবাদ।’

তিনি জানান, ৪ আগস্ট রাতে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে অবহিত করেন ভ্রমণের ব্যাপারে...।

## আমি ঘুরতে গিয়েছিলাম... লক্ষ্য ছিল রাজনীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নিয়ে একান্তে চিন্তা-ভাবনা করা: নাসীরুদ্দীন

**ডেস্ক রিপোর্টঃ** ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শোকজের জবাব দিয়েছেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে শোকজের বিষয়টি তিনি শেয়ার করেন।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী জবাবে বলেন, ‘৫ আগস্ট আমার কোনো পূর্বনির্ধারিত রাষ্ট্রীয় বা সাংগঠনিক কর্মসূচি ছিল না। দল থেকেও আমাকে এ সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব বা কর্মপরিকল্পনা জানানো হয়নি। ৪ আগস্ট রাতে দলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ তার কোচিং অফিসের সহকর্মীর ফোন ব্যবহার করে আমাকে জানায় যে, সে তার স্কুল বন্ধুদের সঙ্গে দুই দিনের জন্য ঘুরতে যাবে। আমি তাকে আহ্বায়ক মহোদয়কে অবহিত করতে বলি এবং সে জানায় যে, বিষয়টি জানাবে এবং আমাকেও জানাতে বলে যেহেতু তার নিজস্ব ফোন পদযাত্রায় চুরি হয়ে গিয়েছিল।’
‘৪ আগস্ট রাতে পার্টি অফিসে আমি আহ্বায়ক মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি জানাই। একই রাতে আমি সদস্য সচিব মহোদয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি এবং জানতে পারি যে, রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামে দল থেকে তিনজন প্রতিনিধি যাচ্ছেন এবং সেখানে আমার কোনো কাজ নাই। আমি কোনো দায়িত্বে না থাকায়, এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও মানসিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ঘুরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সফরসঙ্গী হিসেবে সস্ত্রীক সারজিস আলম ও তাসনিম জারা-খালেদ সাইফুল্লাহ দম্পতি যুক্ত হন।’
‘আমি ঘুরতে গিয়েছিলাম, তবে এই ঘোরার লক্ষ্য ছিল রাজনীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নিয়ে একান্তে চিন্তা-ভাবনা করা। সাগরের পাড়ে বসে আমি গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছি গণঅভ্যুত্থান, নাগরিক কমিটি, নাগরিক পার্টির কাঠামো, ভবিষ্যৎ গণপরিষদ এবং একটি নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে। আমি এটিকে কোনো অপরাধ মনে করি না; বরং একজন রাজনৈতিক কর্মীর জন্য এটি একটি দায়িত্বশীল মানসিক চর্চা।’

পিটার হাস প্রসঙ্গে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘কক্সবাজার পৌঁছানোর পর হঠাৎ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে আমরা নাকি সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি তাৎক্ষণিকভাবে গণমাধ্যমকে জানাই যে, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার। হোটেল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে জানায়, সেখানে পিটার হাস নামে কেউ নেই। পরবর্তীতে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, তিনি তখন ওয়াশিংটনে অবস্থান করছিলেন...।’

The DhakaChat
বাংলা
৮ আগস্ট ২০২৫ শুক্রবার

# স্থিতিশীল বাজার পরিস্থিতি, ব্যবসা সহজীকরণে সংস্কার চলমান

**ডেস্ক রিপোর্টঃ** গত বছর হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার এক বছরের মধ্যে দেশের দ্রব্যমূল্যের বাজারে একটি উল্লেখযোগ্য রূপান্তর দেখা গেছে। বর্তমানে বাজার পরিস্থিতি অনেকটাই স্থিতিশীল এবং ব্যবসা পরিচালনার সহজতর পরিবেশ তৈরি করতে প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে,খবর বাসস।

নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের বিচক্ষণ নেতৃত্বের কারণে গত এক বছরে, বিশেষত মুসলিম উম্মাহর দুটি বৃহত্তম উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর ও পবিত্র ঈদুল আজহার সময় বাজারে নজরকাড়া স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা গেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কঠোর মনিটরিং, পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং চাঁদাবাজি রোধে কার্যকর উদ্যোগের ফলে এই সাফল্য এসেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক সাফল্য, কার্যক্রম ও সংস্কার উদ্যোগ নিয়ে নিজ দপ্তরে জাতীয় বার্তা সংস্থা বাসসে'র সঙ্গে আলাপকালে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এখন বাজার পরিস্থিতি অনেক ভালো। গত ১২ মাস ধরে বাজার স্থিতিশীল এবং এখন আর তেমন কোনো উদ্বেগ নেই।

তিনি বলেন, এই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে সরকার বাজার মনিটরিং আরও জোরদার করবে এবং পাশাপাশি ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা হবে। যদি তা হয়, আমি আশা করি, বাজারে আরও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বাণিজ্য সচিব বলেন, বাজার পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয় প্রায়ই লক্ষ্য করে, পণ্যের চাহিদা বেড়ে গেলে বাজারে কখনো কখনো অস্থিরতা তৈরি হয়। সাধারণত পবিত্র রমজান মাস ও অন্যান্য উৎসবকেন্দ্রিক সময়ে এই চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

তিনি জানান, এ বছর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাজার পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করেছে। গত বছর যেখানে ১২টি দল কাজ করছিল, সেখানে এ বছর ২৮টি দল মাঠে টানা কাজ করেছে। এবার বিভাগীয় পর্যায়ের গণ্ডি পেরিয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, চাহিদার তুলনায় যদি পর্যাপ্ত পণ্যের জোগান নিশ্চিত না করা যায়, তাহলে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়ে। তবে আলহামদুলিল্লাহ, এ বছর পবিত্র রমজান ও ঈদুল আজহার সময় সরবরাহ ব্যবস্থা ভালো ছিল এবং কঠোর মনিটরিংয়ের কারণে আমরা বাজার স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। বাণিজ্য সচিব জানান, পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে এ বছর চারশ'র বেশি দল সার্বক্ষণিক মাঠে ছিল। এই পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলোর সক্রিয় উপস্থিতি মূলত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে বড় ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, জুন মাসের শেষ ভাগ থেকে জুলাইয়ের শুরুর দিক পর্যন্ত বাজারে কিছুটা চালের ঘাটতি দেখা দিলেও বর্তমানে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমি মনে করি, এখন এ নিয়ে তেমন কোনো উদ্বেগের কারণ নেই।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, টিসিবির কাভারেজ ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং বর্তমানে প্রায় এক কোটি পারিবারিক কার্ডধারী এই সুবিধার আওতায় আসছেন। এই কাঠামোগত কাভারেজের ফলে নির্ধারিত উপকারভোগীরা সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন।

টিসিবির স্মার্ট কার্ড নিয়ে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, এক কোটি উপকারভোগী পরিবারের সকলেরই স্মার্টফোন নেই। ফলে টিসিবির পণ্য ভর্তুকিমূল্যে নিতে স্মার্ট কার্ড ব্যবহারে অনেকেই সমস্যায় পড়েন। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন তাদের সহায়তা করছে।
তিনি জানান, টিসিবির নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য 'ট্রাক সেল' কার্যক্রমও চালু থাকবে।

গত এক বছরে বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে কী ধরনের সংস্কার হয়েছে —জানতে চাইলে সচিব বলেন, মূল সংস্কার হচ্ছে 'ইজি অব ডুয়িং বিজনেস' বা ব্যবসা করার সহজতর পরিবেশ নিশ্চিত করা। এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে আমদানি নীতিতে কিছু সংশোধনী আনা হচ্ছে, যাতে সনদ ও অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়া সহজ হয়।

তিনি জানান, একটি বড় সংস্কার উদ্যোগ হচ্ছে বাণিজ্য সংক্রান্ত আদালত প্রতিষ্ঠা করা, যা নিয়ে সরকার অনেক দূর এগিয়েছে।

সচিব বলেন, এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যেই নেওয়া হয়েছে এবং এখন আমরা বাস্তবায়ন পর্বে যাবো। এ লক্ষ্যে একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে।

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow
Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com